অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। কৈলাস হতে বাপের বাড়ি এসেছে পার্বতী ।।

আজ শনিবার। ছুটির দিন। একটু দেরী করেই বিছানা ছেড়েছে নিঝুম। স্ত্রী তুলি গভীর ঘুমে। হাত মুখ ধুয়ে এককাপ চা হাতে ল্যাপটপটা নিয়ে বসলো নিঝুম। কাজের চাপে বেশ কয়েকদিন দেশের খবর পড়া হয় না। সাকা - মুজাহিদের সর্বশেষ অবস্থাটা কী? রিভিউ পিটিশন কী দিয়েছে?। দুই বিদেশী নাগরিক হত্যার কী কোন সুরাহা হলো। এখনো কী আসামী ধরা ছোঁয়ার বাইরে? ওই বেটা মদ্যপ সঙসদটাকে (সাংসদ) কী জেলে পুরেছে? ইত্যকার খবরের পিছনে ছুটছে নিঝুমের দু'চোখ। হঠাৎ থমকে গেলো এক সংবাদে। "বড়াইগ্রাম (নাটোর) সংবাদদাতা : নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার রোলভা গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব দূর্গাপূজা উপলক্ষে নির্মাণাধীন সার্বজনীন পূজামন্ডপের ৫টি প্রতিমা শুক্রবার রাতে ভেঙ্গে ফেলেছে দুর্বৃত্তরা। এতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি পূজা উদযাপনে নিরাপত্তা নিয়েও শংকিত হয়ে পড়েছে এই সম্প্রদায়ের লোকজন"। নিঝুম থমকে গেল। অনেকক্ষণ সাত-পাঁচ কী সব ভাবছে। ভাবছে প্রতি বছর এমনি একটা খবর কী পড়তেই হবে? এমন ঘটনা ঘটতেই হবে? নিঝুম মনে করতে পারে না কোন একটি বছর যে বছর ও এমন সংবাদ পড়েনি শোনেনি বা জানেনি। সেই পাকিস্তান আমলেও এমনটি ছিলো - এখনো আছে। কী মুসলিম লীগের আমল, কী আওয়ামী লীগের আমল কী বিএনপি-জামায়াতের আমল। সব আমলেই প্রতিমা ভাংচুর হবে এবং যারা ভাঙ্গে তাদের নাম বলা হয় "দুর্বৃত্ত"। সব সরকারই এ ব্যপারে আঙ্গুলটা উঁচিয়ে দেবে বিরোধী দলের প্রতি। ওদেরই দুর্বৃত্ত। নিঝুম ভাবে - আচ্ছা "দুর্বৃত্ত"রা দেখতে কেমন? ওরা কী মানুষের মত নাকি অসূরের মত? এভাবে আর কতকাল?

নিঝুম ফিরে যায় ওর ছোট বেলায়। ওরা অনেক বন্ধু মিলে পূজায় হৈ হুল্লোড় করতো। তখন ওদের ধর্ম নিয়ে কোন চিন্তা ভাবনা ছিলো না। ওদের তখন একটাই পরিচয় ওরা বাঙালি এবং হিন্দু মুসলমান ব্যাতিরেকে ওরা সবাই বন্ধু। তখন এ পাড়া ও পাড়ায় ছুটোছুটি হতো প্রতিমা দেখার। তর্কাতর্কি হতো কাদের প্রতিমা কত সুন্দর। নিজেরাই প্রতিমার একটা নাম্বার দিয়ে দিতো কোনটা ফার্স্ট কোনটা সেকেন্ড। মাইকে মাইকে গান আর ঢাকের বাড়ি। সনদ সিংয়ের সেই গানটা খুব বাজতো - "কৈলাস হতে বাপের বাড়ি এসেছে পার্বতী/ সঙ্গে গণেশ কার্তিক আর লক্ষী সরস্বতী ... ... ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ ঠাকুর যাবে বিসর্জন/ ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ ঠাকুর যাবে বিসর্জন। অনেকদিন পর গানটার কথা মনে হলো। খুব শুনতে ইচ্ছে করছিলো নিঝুমের। ইউটিউব আর গুগলে একটা সার্চ দিয়ে দেখলো - না কোথাও পাওয়া গেলো না গানটা।

একদিন পূজার সময় নিখিলকে জিজ্ঞেস করেছিলো নিঝুম - এ নিখিল এই যে গানটার মধ্যে বলছে "কৈলাস হতে বাপের বাড়ি এসেছে পার্বতী - এর মানে কী জানিস? নারে আমার ওসব জানা নেই। তাহলে তুই কী জানিস? আরো আমি জানি পূজা এলে নতুন জামা পাবো, মন্ডপে মন্ডপে গিয়ে মজা করবো। ব্যাস। কিন্তু আমার যে খুব জানতে ইচ্ছে করছে। বেশতো - চল আমাদের বাড়ী, মা'র কাছে জিজ্ঞেস করবো মা সব বলে দেবে।

নিখিল নিঝুমকে নিয়ে চলে এলো ওদের বাড়ীতে। মাকে বললো এই মা এ নিঝুম কী বলে শোন।

কিরে নিঝুম কিছু বলবি?

না মাসী ওই যে গানটা আছে না "কৈলাস হতে বাপের বাড়ি এসেছে পার্বতী, তো আমি নিখিলকে জিজ্ঞেস করলাম এর মানে কী? ও বলতে পারলোা না বললো তুমি ভাল জানো। বল না মাসী - আমার বিভিন্ন ধর্মের কথা জানতে ইচ্ছে করে।

বেশতো জানতে তো কোন বাধা নেই। তোরা দুটো ওই পিড়ি দুটোয় বস্ আমি তোদের জন্য ক'টা নাড়ু নিয়ে আসি। ভালই হলো এ সুযোগে নিখিলটাকেও শেখানো হবে। বদমাশটা এসব কিছুই জানে না- জানার কোন আগ্রহও নেই ওর।

শোন্ - পার্বতী হলেন দেবী দূর্গার একটি রূপ। পার্বতী মানে হলো পর্বতের কন্যা। পার্বতী পর্বতের রাজা হিমালয়ের কন্যা বলে তাঁকে পার্বতী বলা হয়। তিনি শিব ঠাকুরের স্ত্রী এবং আদি পরাশক্তির এক পূর্ণ অবতার। অন্যান্য দেবীরা তাঁর অংশ থেকে এসেছে বা তাঁর অবতার। পার্বতী মহাশক্তির অংশ। তিনি গৌরী নামেও পরিচিত। পার্বতী শিবের দ্বিতীয়া স্ত্রী। তবে তিনি শিবের প্রথমা স্ত্রী দাক্ষায়ণীর অবতার। পার্বতী হিমালয়ের কন্যা। শিবের পাশে তাঁর যে মূর্তি দেখা যায়, সেগুলি দ্বিভূজা মানে দুটো হাত। তবে তাঁর একক মূর্তি চতুর্ভূজা, অষ্টভূজা বা দশভূজাও হয়; এবং এই মূর্তিতে তাঁকে সিংহবাহিনী রূপে দেখানো হয়। সাধারণত তাঁকে দয়াময়ী দেবীর রূপেই দেখা হয়। তবে তাঁর কয়েকটি ভয়ংকরী মূর্তিও আছে। তাঁর দয়াময়ী মূর্তিগুলি হল কাত্যায়নী, মহাগৌরী, কমলাত্মিকা, ভুবনেশ্বরী ও ললিতা। অন্যদিকে তাঁর ভয়ংকরী রূপগুলি হল দূর্গা, কালী, তারা, চন্ডী, ইত্যাদি।

পার্বতীর সবচেয়ে বেশি পরিচিত দুটি নাম হল উমা ও অপর্ণা। কয়েকটি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে দাক্ষায়ণীকে উমা বলা হলেও, রামায়ণে পার্বতীকেই উমা বলা হয়েছে। অন্যদিকে পার্বতী একসঙ্গে গৌরী বা গৌরবর্ণা দেবী এবং কালী বা শ্যামা বা কৃষ্ণবর্ণা দেবী নামেও অভিহিত। তিনি শান্ত স্ত্রী উমা। কিন্তু বিপদের সময় ভয়ংকরী কালী দেবীতে রূপান্তরিত হন। এই দুই পরস্পর বিপরীত রূপ পার্বতীর দুই রকম প্রকৃতির কথা নির্দেশ করে। আবার কামাক্ষী রূপে তিনি ভক্তির দেবী - বুঝলি?

সাধারণত আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠ থেকে দশম দিন পর্যন্ত শারদী দূর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ষষ্ঠ এবং দশম কী বুঝেছিস তো?

হ্যাঁ মাসীমা ছয় এবং দশ।

হা ষষ্ঠ থেকে দশম এই পাঁচটি দিন যথাক্রমে দূর্গাষষ্ঠী, মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী, মহানবমী ও বিজয়াদশমী নামে পরিচিত। আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষটিকে বলা হয় দেবীপক্ষ। দেবীপক্ষের সূচনার অমাবস্যাটির নাম মহালয়া; এই দিন আমরা মন্ত্র পড়ে আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করি। দেবীপক্ষের শেষ দিনটি হল কোজাগরী পূর্ণিমা। এই দিন দেবীলক্ষ্মীর পূজা করা হয়। কোথাও কোথাও পনেরো দিন ধরেও দূর্গাপূজা পালিত হয়।

মহালয়া কথাটা মনে হতেই নিঝুমের মনে পড়ে গেলো সেই দিনগুলোর কথা। রাত চারটার সময় উঠে বাড়ীর ছাদে বসে ওরা ভাইবোন মিলে মহালয়া শুনতো। সেই বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের গলায় আকাশবানী থেকে প্রচারিত মহালয়া। সঙ্গীতে কণ্ঠ দিতেন হেমন্ত, সন্ধ্যা, শ্যামল মিত্রসহ সেকালের সব নামী দামী শিল্পীরা।

ধুত্তরি কী যেন ভাবছিলোা নিঝুম? হ্যাঁ সেই যে মাসী মা বলছিলেন দেবী পার্বতীর বাপের বাড়ী আসার কথা। এ সময়ে দেবী পার্বতী সুদূর কৈলাস পর্বত থেকে বাবার বাড়িতে আসেন। সাম্য, সৌহার্দ্য, প্রীতি ও মৈত্রীর বন্ধন নিয়ে জ্যোতির্ময়ী জগৎমাতা, আদ্যাশক্তি দেবী দূর্গা কৈলাস পর্বত থেকে মর্ত্যলোকে বছরে তিন ঋতুতে তিনবার তিন নামে আবির্ভূত হন। শরৎকালে শারদীয় দূর্গা, বসন্তে বাসন্তী দূর্গা এবং হেমন্তে কাত্যায়ানী দূর্গা নামে অভয়দায়িনী দেবী দূর্গার পূজা হয়।

বিশ বছরের অধিক সময় ধরে নিঝুম প্রবাসী। এই প্রবাসে পূজা হয়। সময় সুযোগ হলে যায় সে পূজায় কিন্তু সেই যে ছেলেবেলার পূজার আনন্দ সেটা যে কবল স্মৃতি হয়ে রইলো! বহুদিন নিখিলের খোঁজ জানে না নিঝুম। জানে না চৈতী দি আর রমেশ দার খবর। মাসীমা টাও আর বেঁচে নেই। এসব ভাবতে ভাবতে নিঝুমের চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে। নিজের অজান্তেই গেয়ে ওঠে:

গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু মুসলমান
মিলিয়া বাউলা গান আর মুর্শিদী গাইতাম
আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম
আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম।